প্রশ্ন উত্তরে আলা হযরত

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

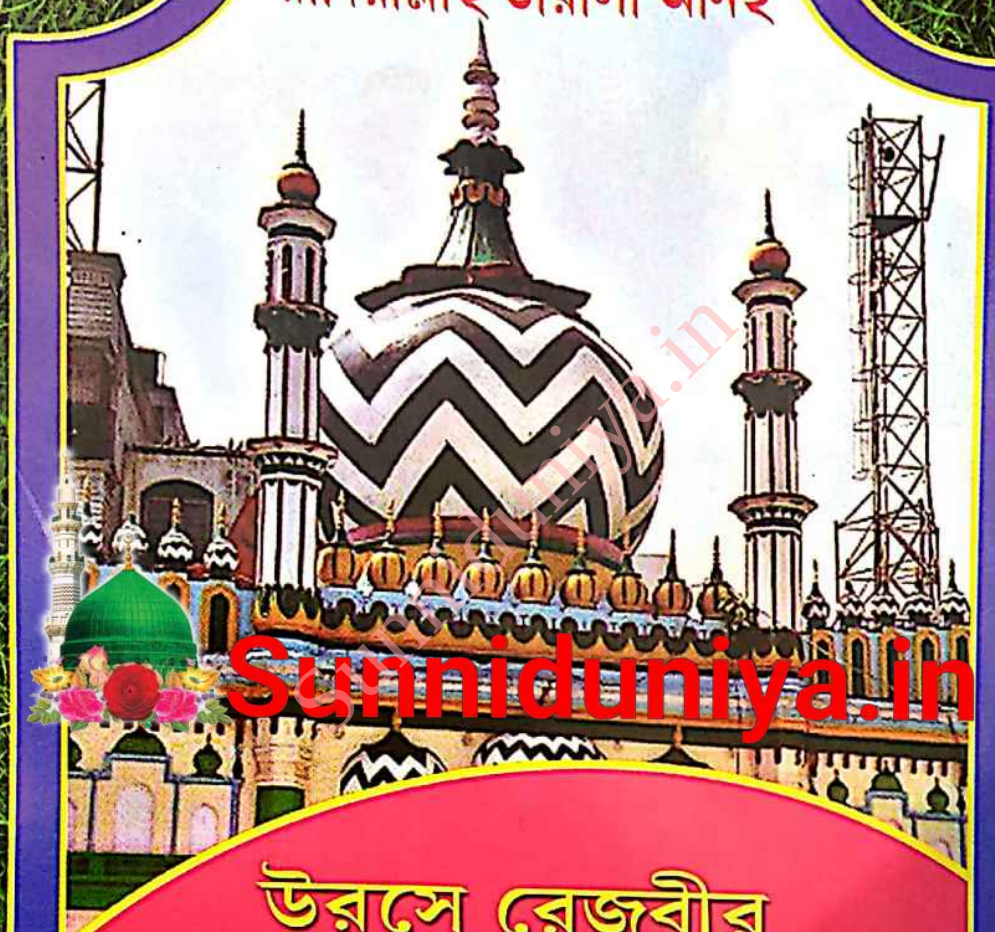

Sunniduniya.in

উরসে রেজবীর
শতবর্ষ উপলক্ষে
প্রকাশিত

মুফতী মহম্মদ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী
মোবাইল নং-9564500730

প্রকাশনায়-তানজিমে উলামায়ে ফুরকানিয়া

Sunniduniya.in

প্রশ্ন উত্তরে আলা হযরত

ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ
سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام

উরসে রেজবী শতবর্ষ উপলক্ষে
প্রকাশিত
প্রকাশনায়-তানজিমে উলামায়ে ফুরকানিয়া

----------(((((((((০১))))))))----------

Pdf By Saddam Hossain

Sunniduniya.in

৭৮৬/৯২

তানজিমে উলামায়ে ফুরকানিয়া আয়োজিত
শতবর্ষ উরসে রেজবীর
সাফল্য কামনায়

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস
এন্ড
মুক্ত কম্পিউটার্স

স্থান-নশীপুর বড় মসজিদ মোড়
নশীপুর বালাগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ
CALL- 9733527526/9382226164

Pdf By Saddam Hossain

Sunniduniya.in

প্রকাশক
তানজিমে উলামায়ে ফুরকানিয়া

সংকলন ও অনুবাদ
মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজ্‌বী
শিক্ষক ঃ ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

প্রথম প্রকাশ
উরসে রেজবীর শতবর্ষ উপলক্ষে
২৮শে অক্টোবর ২০১৮

বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন
মাওলানা আবুল কালাম আমজাদী
শিক্ষক ঃ ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা

টাইপ সেটিং
বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স
নশীপুর মসজিদ মোড়, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

প্রচ্ছদ
মহঃ মিজানুল হক
নশীপুর, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

Sunniduniya.in

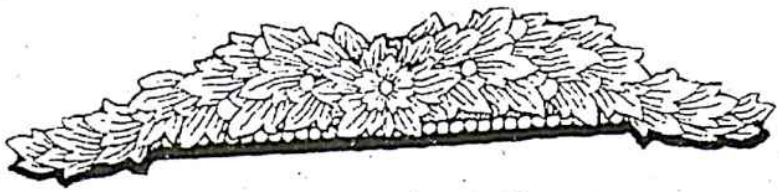

উৎসর্গ

বিশ্ব বিখ্যাত পীর ফাতহে আরব ও আযম জানেসিন মুফতীয়ে আযম হিন্দ মাজহারে হুজ্জাতুল ইসলাম সাহজাদায়ে মুফাসসিরে আজম, কাজিউল ক্বোজা ফিল হিন্দ তাজুশ শারিয়াহ, রাহবারে শরীয়ত ও তরিকত, শাইখুল ইসলাম মুফতী মহম্মদ ইসমাইল রাজা অর্থাৎ **মুফতী মহম্মদ আখতার রাজা খাঁন** সুন্নী হানাফি ক্বাদেরী আজহারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রতি।

এই বইটি সংকলন কালে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে সহযোগিতা করেছেন আমার সম্মানীয় শিক্ষক পীরে তরিকত রাহবারে শরীয়ত মুর্শিদে বারহক্ক, ওলিয়ে কামেল, সুন্নী জগৎ পত্রিকার কার্য্যনির্বাহী সম্পাদক, ফুরকানিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হযরত আল্লামা আলহাজ্জ মহম্মদ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী রেজবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। মহান আল্লাহপাকের নিকট তার দীর্ঘ জীবন ও সুস্থতা কামনা করি। আমিন।

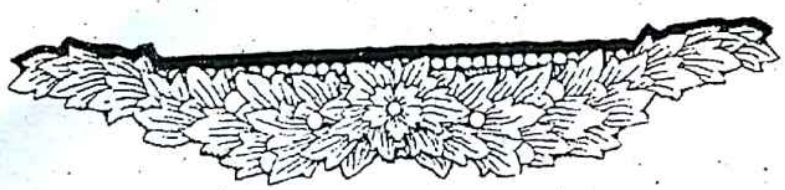

Pdf By Saddam Hossain

Sunniduniya.in

প্রশ্ন উত্তরে আলা হযরত

আমার আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি
ওয়াদি রেজা কি, কোহে হিমালা রেজা কা হ্যায়
জিস সামত দেখিয়ে ওহ এলাকা রেজা কা হ্যায়
আওরো নে তো লিখা হ্যায় বহুত ইলমে দ্বীন পর
যো কুছ হ্যায় ইস স্বাদিমে ওহ তানহা রেজা কা হ্যায়।

সত্য বলেছেন ও বুঝিয়েছেন, সত্য ব্যাতিত সব কিছু এড়িয়ে চলেছেন। সত্যের সাহায্য, সত্যের সম্মান, সত্যের মর্যাদা আলা হযরত।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির জন্ম কবে হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী মোতাবিক ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির জন্ম কোন মহল্লায় হয়েছিল?

☆ উত্তর ঃ–জাসুলী মহল্লায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বুজুর্গ পিতার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–হযরত মাওলানা নাক্বী আলী খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির সম্মানীয়া মাতার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–হোসাইনি খানম বিনতে আসফানন্দ ইয়ারবেগ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির শ্রোদ্ধেয়া বিবির নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–আরশাদ বেগম বিনতে শাইখ আফজাল হোসাইন ওসমানী।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পুরা নাম কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–ইমাম আহমদ রেজা খাঁ ফাজিলে বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির শাজারায়ে নসবের মধ্যে কে সূজায়াতে জঙ্গ (যুদ্ধবাজ) উপাধিতে ভূষিত হন ?

☆ উত্তর ঃ–মহম্মদ সায়িদুল্লাহ খান।

----------(((((((((০৫))))))))----------

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমামে আহমদ রেজা খাঁন ফাজিলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হির জন্ম সূত্র ও ঐতিহাসিক নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–জন্মসুত্র নাম-মহম্মদ, ঐতিহাসিক নাম-আল মুখতার।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির নাম আহমদ রেজা কে রেখেছিলেন?

☆ উত্তর ঃ–তাঁর বুজর্গ দাদা মাওলানা রেজা আলী খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৩শত হিজরীর কতটা সময় পেয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–৩৮ বৎসর ২ মাস ২০ দিন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি১৪ শত হিজরীর কতটা সময় পেয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–৩৯ বছর ১মাস ২৫ দিন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা ফাজিলে বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সর্বপ্রথম কোন অক্ষর পড়া হতে বিরত ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–লাম আলিফ। বলেন যে মুফরাদ অক্ষরের মধ্যে মুরাক্কাব অক্ষর কোথা থেকে আসল আমি লাম ও আলিফ দুটোই তো পড়ে নিয়েছি।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কত বছর বয়সে কোরআন শরীফ দেখে খতম করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–৪ বছর বয়সে (১২৭৬ হিজরী ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে)।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাত্র ৬ বৎসর বয়সে উত্তম ভাষায় মিলাদ শরীফ পড়া ব্যক্তির নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–সাইয়েদুনা আলা হযরত আলায়হির রহমা।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি আলিমিয়াতের সনদ কত বৎসর বয়সে হাসিল করেন ?

☆ উত্তর ঃ–১৩ বৎসর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে। (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৮৬ হিজরীতে)।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কত বৎসর বয়সে হিদায়াতুন নুহ পুস্তকের শারাহ লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–৮ বছর বয়সে।

❖ প্রশ্ন ঃ- মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ পিতার নিকট হতে কত প্রকার উলম ও ফুনুন হাসিল করেন ?

☆ উত্তর ঃ–২১ প্রকার ইলমে কুরআন হতে শুরু করে ইলমে হিন্দসা পর্যন্ত।

----------(((((((((০৬))))))))----------

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি সর্বপ্রথম কোন মাসয়ালার ফাতাওয়া দিয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–দুগ্ধপানের (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) (এই মাসয়ালা আহলে ইলমদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ)।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পীর ও মুর্শিদের নাম কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–উস্তাদুল আরিফিন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আলে রাসুল মারে হারোবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি কত প্রকার উলুম ও ফুনুন এ সম্পুর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–৫৯ (উনুষাট) প্রকার।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি বেরেলী শরীফে কোন মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন ?

☆ উত্তর ঃ–জামিয়া মানজারে ইসলাম এর (১৩২২ হিজরীতে)।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র কোরআন শরীফের তরজমাকে কি বলা হয় ?

☆ উত্তর ঃ–কানজুল ঈমান (ঈমানের খাজানা)।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি কানজুল ঈমান কেন দান করেন ?

☆ উত্তর ঃ–জীবনের পুঁজি ও ঈমানের সালামতি জন্য।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ফাতাওয়া সমূহ কোন নামে পরিচিত ?

☆ উত্তর ঃ–ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়াহ নামে পরিচিত।

❖ প্রশ্ন ঃ- কানজুল ঈমানের মুফাসসিরের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–স্বদরুস আফাজিল হযরত মাওলানা সাইয়েদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়াহ কত খন্ডে বিভক্ত ?

☆ উত্তর ঃ–১২ খন্ডে বিভক্ত।

❖ প্রশ্ন ঃ- বর্তমান সময়ে উর্দু ভাষায় কুরআন পাকের তর্জমা গুলোর মধ্যে সবথেকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য তরজমা কার বোঝা যায় ?

☆ উত্তর ঃ–সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির।

----------(((((((((০৭))))))))----------

Sunidumja.in

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমামে আহমদ রেজা আলায়হির রহমার ইংরেজ সরকারের সমর্থকদের নিন্দায় কটি পুস্তক লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–৭ খানা পুস্তক, যাতে ইংরেজ সরকারের দালালদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানী কার ইঙ্গিতে ও ইশারায় নাবী দাবি করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–ইংরেজ সরকারের ইশারায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমাম আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাতিল ফিরকা কাদিয়ানীর বাতিল খেয়ালের উপর কত খানা পুস্তক লিখেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–৬খানা পুস্তক লিখেছেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- পৃথিবী ঘুরছে এবং আসমান বলতে কিছুই নাই এর জবাবে যে পুস্তক লিখেন তার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–ফাওজে মোবিন দার রদ্দে হারকাতে জামিন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি "আদ দাওলাতুল মাক্কিয়া" নামক পুস্তকটি কোথায় লিখেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–কাবা শরীফে মাত্র ৮ ঘন্টায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির নাতিয়ায়ে দিওয়ানের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–হাদাইকে বখশিশ।

❖ প্রশ্ন ঃ- ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ জিয়াউদ্দিন কোন মাসয়ালা সমাধানের জন্য জার্মানী যাচ্ছিলেন যার সমাধান সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি হাল করে দিয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–রিয়াজির একটি প্রশ্ন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির উত্তর শুনে ভাইস চ্যন্সেলার কি বলেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–এতদিন আমি ইলমে লাদুন্নীর কথা শুনে আসছিলাম আজকেতা দেখে নিলাম।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ইলমে জাফর এ সমগ্র দুনিয়ার "হিরো" কথাটি কে বলেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–হুযুর মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

----------(((((((((০৮))))))))----------

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- বাদাউন শরীফে শাহ আব্দুল কাদির রহমাতুল্লাহি আলায়হির উরসে সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন বিষয়ের উপর ছয় ঘণ্টা বক্তব্য রাখেন?

☆ উত্তর ঃ–সূরা "ওয়াদ্দোহা" এর উপর।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পীর ও মুর্শিদ তাঁর সম্পর্কে কি বলতেন ?

☆ উত্তর ঃ–যখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন হে আলে রাসুল আমার জন্য কি এনেছো তখন আমি আরজ করব, ইলাহী আমি তোমার জন্য আহমদ রেজাকে নিয়ে এসেছি।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি পিতা ও মাতার সঙ্গে প্রথম হজ্ব কত সালে করেন ?

☆ উত্তর ঃ–১২৯৬ হিজরীতে ইংরেজী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।

❖ প্রশ্ন ঃ- কোন ব্যক্তি এক মাসে কুরআন পাক মুখস্ত করে তারাবী নামাজে শুনিয়েছেন ?

☆ উত্তর ঃ–সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- হুজ্জাতে ইসলাম উপাধী খান্দানে আলা হযরতের কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় ?

☆ উত্তর ঃ–শাহজাদায়ে আলা হযরত আল্লামা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি রিসালাতের উপর কলম ধরেন কেন ?

☆ উত্তর ঃ–মুজাদ্দিদের শান হল ইহাই যে পরিস্থিতি মোতাবিক আপন কর্তব্য পালন করা যেহেতু সে সময় রিসালাতের তাওহীন (অর্থাৎ অসম্মান) করা হচ্ছিল, শরীয়ত, আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতার উপর আক্রমণ হানছিল।

❖ প্রশ্ন ঃ- অখন্ড ভারতবর্ষের কতজন উলামা হুসামূল হারামাইনের ভিত্তিতে লিখিত ভাবে ফাতাওয়া প্রদান করেন ?

☆ উত্তর ঃ–৩৩ জন মুফতীয়ানে কেরাম।

❖ প্রশ্ন ঃ- মুজাদ্দিদে আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হি কত প্রকার উলুম ও ফুনুন এর উপর কতগুলো পুস্তক লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–৭০ উলুম ও ফুনুনের উপর একহাজারের অধিক পুস্ত লিখেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির লেখা নাতে পাকের এমন একটি শের শুনাও যাতে কয়েক ধরণের ভাষা পাওয়া যায় ?

----------(((((((((০৯))))))))----------

Sunnidunya.in

☆ উত্তর ঃ–"লাম ইয়াতি নাযিরুকা ফি নাযারিন মিসলে তু না শুদ পয়দা জানা" (আরবী, ফারসী, উর্দ্দু ও পুরবী)।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র উরস শরীফ কোন মাসের কত তারিখে পালিত হয় ?

☆ উত্তর ঃ–২৩,২৪ ও ২৫শে সফর।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বেস্বালের তারিখ কুরআন শরীফের কোন আয়াত থেকে,বের করা হয়েছে ?

☆ উত্তর ঃ–"ওয়া ইউত্ব-ফু আলায়হিম বিআ-নিইয়াতিম মিন ফিদ্বাতি ওয়া আকওয়াব" অর্থ (এবং তাদের সুম্মুখে রুপার পাত্র সমূহ ও পান পাত্রাদী (পরিবেশনের জন্য) ঘুরানো ফিরানো হবে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ বেস্বালের খবর কত দিন আগে দিয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–৪মাস ২২ দিন পূর্বে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আপনি কি জানেন যে আলা হযরত রহমাতুল্লহি আলায়হি বেস্বালের বছর কোথায় রোজা রাখেন ?

☆ উত্তর ঃ–ভুওয়ালি পাহাড়ের নৈনিতালে। যেহেতু সেখানকার আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল আর ঐ বছর রমজান মাস মে জুন মাসে পড়ে ছিল। তবুও দূর্বলের কারণে রুখসাতের উপর আমল করেন নি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বেস্বাল কখন হয় ?

☆ উত্তর ঃ–২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরীতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বেস্বাল কোন সময় হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–২টা বেজে ৩৮ মিনিটে জুময়ার সময় "হায়ইয়া আলাল ফালাহ" শুনেই হাক্বিক্বী মালিকের সঙ্গে মিলে গেছেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- বাইতুল মুকাদ্দাসের শামী বুজুর্গ স্বপ্নযোগে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কোন অবস্থায় পেয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–সরকারে দো আলাম সাহাবীদের সঙ্গে কারো অপেক্ষায় ছিলেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- শামি বুজর্গ যখন আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কার অপেক্ষায় রয়েছেন তখন তার উত্তরে কি পেয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–আমরা আহমদ রেজার অপেক্ষায় রয়েছি যে হিন্দুস্থানের বেরেলী শরীফের বাসিন্দা।

----------(((((((((১০))))))))----------

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দরবারে শামী বুজুর্গ পৌঁছে কি উত্তর পেলেন ?

☆ উত্তর ঃ–আপনি যে আশিকে রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বেরেলী শরীফে এসেছেন তিনি ২৫শে সফর বেস্বাল করেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শামী বুজর্গ স্বপ্ন দেখেছিলেন ২৫শে সফর

❖ প্রশ্ন ঃ- স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বয়স কত ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–কেবল ১ বছর।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কি পান খেতেন ?

☆ উত্তর ঃ–আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি পান খেতেন তবে জর্দা ছাড়া।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির আয় এর উৎস কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–জমিদারী।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি যখন ৭৮৬ লিখতেন তখন কোন দিক হতে শুরু করতেন ?

☆ উত্তর ঃ–ডান দিক হতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ঘড়ির সময় কেমন ভাবে মিলাতেন ?

☆ উত্তর ঃ–দিনে সূর্য্য ও রাতে তারা দেখে। (ইলমে তাওকীতে গভীর জ্ঞান থাকার কারণে)

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির তীক্ষ মেধাশক্তি দেখে তাঁর উস্তাদ তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–তাঁর উস্তাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সত্য করে বলো তুমি মানুষ না জ্বীন, কাউকে বলব না। উত্তরে আলা হযরত আলায়হির রহমা বলেন- আলহামদুলিল্লাহ আমি মানুষ তবে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ সামিল আছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি জীবনে কতবার জাকাত আদায় করেন ?

☆ উত্তর ঃ–তিনি কখনো এতটা টাকা পয়সা জমা করেননি যাতে জাকাত ওয়াজিব হবে সুতরাং তাকে কোন দিনই জাকাত আদায় করতে হয় নি।

Sunniduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি তিন মাস মক্কা মুয়াজ্জামায় থাকা কালীন কতটা পরিমাণ জমজমের পানি পান করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ– প্রায় ৪ মন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র মাজার শরীফ কোথায় অবস্থিত ?

☆ উত্তর ঃ–বেরেলী শরীফের সওদাগরা মহাল্লায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হিনিজ জানাযার সম্মুখে ক্বাদেরীয়া অসিলা এবং এক নাতে পাক পড়ার অসিয়ত করেন, সে নাতেপাক কোনটি ?

☆ উত্তর ঃ– কা'বে কে বদরুদ্দোজা তুমপে কড়োরো দরুদ
তায়বাকে শামসুদ্দোহা তুমপে কড়োরো দরুদ

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কবর মোবারকে কতবার আজান দেওয়া হয়েছিল এবং কেন ?

☆ উত্তর ঃ–৭বার তাঁর বড় সাহেবজাদা মহম্মদ হামিদ রেজা পড়েছিল, অসিয়ত করার কারণে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আপনিকি বলতে পারেন যে, সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বেস্বাল কোন সালে হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–৯ই নভেম্বর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইসবী ও হিজরী মোতাবিক ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লহি আলায়হির বয়স কত ?

☆ উত্তর ঃ–ইংরেজী মোতাবিক ৬৫ বছর এবং হিজরী মোতাবিক ৬৮ বছর।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দাম্পত্য জীবন কখন শুরু হয় ?

☆ উত্তর ঃ–ইংরেজী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী ১৮ বছরে এবং হিজরী মোতাবিক ১২৯১ হিজরী ১৯ বছর বয়সে।

❖ প্রশ্ন ঃ- কোথাকার আলিমগণ আলা হযরত রহমাতুল্লাহিকে জিয়াউদ্দিন উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–মক্কা মুয়াজ্জামার আলিমগণ।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দ্বিতীয় হজ্জ হতে ফিরে আসার সময় কোন বিখ্যাত শহরে আসেন ?

☆ উত্তর ঃ–মুম্বাই এর পরে আহমেদাবাদ দুই জায়গাতেই এক এক মাস করে অবস্থান করেছিলেন।

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি যে ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই ঘর এখন কার অধিনে?

☆ উত্তর ঃ–এ্যাডভোকেট আজদার হোসাইনের অধিনে।

❖ প্রশ্ন ঃ- বেরেলী শরীফের সওদাগরা মহল্লায় ঐ ঘর যেখানে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইলমের সমুদ্র বইয়েছেন সেই ঘর এখন কার অধিনে ?

☆ উত্তর ঃ–একজন গায়ের মুসলীমের অধিনে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র মাজার এর সম্মুখে যে মাসজিদ রয়েছে তার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–মাসজিদে রেজা।

❖ প্রশ্ন ঃ- বেরেলী শরীফের মীর জাফর খাঁ মহল্লায় ঐ মাসজিদ কে তৈরী করিয়েছিলেন যেখানে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি বছরে দুইবার ওয়াজ নসিহতের জন্য যেতেন ?

☆ উত্তর ঃ–বাদশাহ আকবর ৯৮৬ হিজরীতে মাসজিদের নাম "শাহী আকবর" রাখেন যেটা মির্জায়ী মাসজিদ নামে বিখ্যাত।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পীর ও মুর্শিদ সাইয়েদুনা শাহ আলে রাসুল মারেহারাবী এবং তাঁর পিতা মাওলানা নাকী আলী খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির একই হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। সেটা কত হিজরী সাল ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–১২৯৭ হিজরী।

❖ প্রশ্ন ঃ-আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাপ, দাদার সম্পর্ক আফগানিস্থানের কোন এলাকার সঙ্গে ছিল?

☆ উত্তর ঃ–কান্দাহার এলাকার সঙ্গে ছিল।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে ইসলাম জগতের কোন উপাধীতে স্মরণ করা হয় ?

☆ উত্তর ঃ–ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত, মুজাদ্দিদে আযম, ফাদ্বিলে বেরেলবী।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির সঙ্গে আল্লামা আব্দুল হক খায়রাবাদীর সাক্ষাত কোথায় হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–রামপুরের নবাব কালব আলী খানের নিকট, সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর।

Sunnidunya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- শাইখ হোসাইন ইবনে সলেহ এর আদেশে তার "আলজওহারাতুল মাজিয়া" নামক পুস্তকের শারাহ আলা হযরত আহমদ রেজা রহমাতুল্লহি আলায়হি কত দিনে লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাত্র দুই দিনে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ার মাসনাদে কত বছর পর্যন্ত নিয়োযিত ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–৫৪ বছর পর্যন্ত।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা আলা হযরত রহমাতুল্লাহির কুন্নিয়াত কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কুন্নিয়াত ছিল আব্দুল মুস্তাফা।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন নসলের ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–আফগান।

❖ প্রশ্ন ঃ-আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ঐ সহপাঠির নাম বলুন যিনি প্রায় বলতেন আলা হযরতের মেধাশক্তি এমন ছিল যে তিনি উস্তাদের নিকট কিতাব সমাপ্ত না করেই একচতুর্থাংশ কিংবা অর্ধেকাংশ নিজে পড়েই বুঝে নিতেন ?

☆ উত্তর ঃ–আহাসান হোসাইন সাহেব।

❖ প্রশ্ন ঃ- বলুনতো মুম্বাইয়ের বড় ইজতেমায় আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হিপ্রথম বক্তব্য দেন কোন বিষয়ের উপর ?

☆ উত্তর ঃ–"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা" আয়াতের উপর।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফাজেলে বেরেলবীর নাপিতের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–করীম বখ্স।

❖ প্রশ্ন ঃ-বিহাম্দিহি তায়ালা যদি আমার হৃদয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তবে একদিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অপর দিকে "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" লিখা থাকবে। উক্তিটি কোন বুজর্গ ব্যক্তির ?

☆ উত্তর ঃ–সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহির দরবারে সাধারণ বৈঠক কখন হতো ?

☆ উত্তর ঃ–প্রতিদিন আসরের নামাজের পর।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে সাইয়েদুনা আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পারিবারিক নাম কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–আহমদ মিঞা।

❖ প্রশ্ন ঃ- মুকাদ্দমায়ে বাদাউন কে কেন্দ্র করে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির যে জামিনের ওয়ারেণ্ট বের করা হয়েছিল তাতে তিনি কি ইংরেজদের আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–তিনি আদালতে উপস্থিত হয় নি।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত নিজ পিতার নিকট হতে রিয়াজির কতগুলি তরিকাহ শিখেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–চার তরিকাহ (জমা, তাফরীক্ব, জাবর, তাকসিম)।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইলমে রিয়াজির চার কায়িদা শিখার পর তিনি আরও বেশী শিখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর পিতা কি বলে নিষেধ করেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–এ উলাম রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবার হতে আপনা আপনি দান হয়ে যাবে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোথায় ইন্তেকালের কামনা করতেন ?

☆ উত্তর ঃ–মদিনা মানুওয়ারায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে ফাজিলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কতটা সময় ঘুমাতেন ?

☆ উত্তর ঃ–প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বুজুর্গ দাদা কান্দাহার হতে হিজরত করে হিন্দুস্থানের কোন শহরে আসেন ?

☆ উত্তর ঃ–দিল্লীতে, সায়াদাত ইয়ার খানের মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন পরে বেরেলী শরীফ চলে আসেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আপনি কি জানেন মাওলানা হামিদ রেজা খান নিজ পিতার জানেশীন কত বছর ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–২৩ বছর পর্যন্ত।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দাদা মাওলানা রেজা আলী খাঁর জন্ম সাল কত হিজরী ?

☆ উত্তর ঃ–১২২৪ হিজরী।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা রেজা আলী খাঁর ইন্তেকাল হয় কত খ্রীষ্টাব্দে ?

☆ উত্তর ঃ–১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

Sunnidunya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পিতা মাসয়ালায়ে ইমতেনায়ে নাজির এর উপর যে রিসালা লিখেছিলেন সেই রিসালার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ—"ইস্বলাহে জাতে বাইন" ২৬শে শাবানুল মুয়াজ্জাম ১২৯৫ হিজরী।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দাদার আপন ভাই এর নাম কি যিনি জয়পুরের মাহারাজার খাস ডাক্তার ছিলেন এবং উপাধী ছিল রাইসুল হুকামা ?

☆ উত্তর ঃ—হাকিম মহম্মদ তাক্বি আলী খাঁ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দাদাপীরের নাম কি?

☆ উত্তর ঃ—হযরত সাইয়েদুনা শাহ বরকাতুল্লাহ মারেহারবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কোন সাহেবজাদী তাঁর পিতার ইন্তেকালের ২৭ দিন পর ইন্তেকাল করেন?

☆ উত্তর ঃ—মেজ সাহেবজাদী কানীজ হাসান।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির জামাই যিনি হাকিম ছিলেন তার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ—হাকীম হোসাইন রেজা খাঁ, মাওলানা হাসান রেজা খাঁর পুত্র।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পাঁচ সাহেবজাদীর নাম কি কি?

☆ উত্তর ঃ—মুস্তাফায়ী বেগম, কানীজ হাসান, কানিজ হোসাইন, কানিজ হাসনাইন, মুর্ত্তুজায়ী বেগম।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দুই জন জামাই হোসাইন রেজা ও হাসনাইন রেজা তাঁর আত্মীয় সম্পর্কে কে হতেন ?

☆ উত্তর ঃ—আপন ভাতিজা।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পৌত্র মাওলানা ইব্রাহিম রেজা খাঁ আলায়হির রহমার ওরফী নাম কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ—জিলানী মিঞা।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির বিবি সাহেবার নাম কি

☆ উত্তর ঃ—কানিজ আয়েষা (পীসতুতো বোন)

❖ প্রশ্ন ঃ- হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির বেস্বাল কত তারিখে হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ—১৭ই জামাদিউল উলা ১৩৬২ হিজরী (ইং ১৯৪৩ খ্রীঃ)

Sunniduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- সুরুরুল কুলুব ফি জিকরে মাওলুদিল মাহবুব পুস্তকের লেখকের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা নাক্বী আলী খাঁন রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির পর পৌত্র মাওলানা ইব্রাহিম রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির জন্ম কত হিজরীতে হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–১৩২৯ হিজরীতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির সাহেবজাদা মাওলানা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি খতমে নবুয়তের উপর কোন পুস্তক লেখেন ?

☆ উত্তর ঃ–আস্বস্বারিমুর রব্বানী আলা আসরাফিল ক্বাদিয়ানী।

❖ প্রশ্ন ঃ- কোন কিতাবে মাওলানা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির লেখা হাশিয়া (টীকা) কলমের লেখা রয়েছে ?

☆ উত্তর ঃ–মুল্লা জালাল পুস্তকে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহির পিতার ইন্তেকাল কত হিজরীতে কত বৎসর বয়সে ও কোন বারে হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–বৃহস্পতিবার জোহরের নময় ১২৯৭ হিজরীতে ৫১ বৎসর ৫ মাস বয়সে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রাথমিক কিতাব গুলোর শিক্ষা কার নিকট হতে হাসিল করেন?

☆ উত্তর ঃ–মির্জা গোলাম কাদের বেগের নিকট হতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হির উলুমে তাকলিয়া, নকলিয়া ও সনদে হাদীস সম্পুর্ণ করেন কোন উলামা ও মাশায়েখ এর নিকট ?

☆ উত্তর ঃ–১) মাওলানা আবুল আলী রামপুরী
২) শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নুরী মারেহারাবী
৩) ইমাম শাফিয়া শাইখ হোসাইন সালেহ্
৪) মুফতী হানাফিয়া শাইখ আব্দুর রহমান সিরাজ
৫) মুফতী শাফিয়া আহম্মদ বিন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আদদাওলাতুল মাক্কীয়া কিতাবের উর্দ্দুতে অনুবাদ কে করেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা হামিদ রেজা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

sunniduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির জানাজার নামাজ কে পড়িয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা সরদার আহমদ সাহেব।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কতজন ফুফী ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–তিন জন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কতজন ভাই বোন ছিল?

☆ উত্তর ঃ–৪জন, দুই ভাই ও দুই বোন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ভ্রাতাগণের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–মহম্মদ রেজা, হাসান রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমামে আহলে সুন্নাতের দুইজন সাহেবজাদার নাম বলো ?

☆ উত্তর ঃ–মুস্তাফা রেজা খাঁ (মুফতীয়ে আযম হিন্দ)
হামিদ রেজা খাঁ (হুজ্জাতুল ইসলাম)

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির সিলসিলায়ে নসব তাঁর কোন সাহেবজাদার মধ্যে চলছে ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা হামিদ আলী খাঁন রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আপনি কি জানেন আল্লামা আখতার রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম আহমদরেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হির কে হন ?

☆ উত্তর ঃ প্রো- পৌত্র (পর পোতা)।

❖ প্রশ্ন ঃ- হুজুর আখতার রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসলাম জগতের কোন বিখ্যাত ইউনিভারসিটি হতে শিক্ষা লাভ ?

☆ উত্তর ঃ–জামিয়া আল আজহার (কাহিরা মিশর)।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা নাক্কী আলী খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির কোন শিষ্য যিনি সেসময়ইগ্রহনযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং মুনাজারার বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন?

☆ উত্তর ঃ–আল্লামা মহম্মদ হাসান আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ছোট ভাই মাওলানা হাসান রেজা খাঁ শায়েরী বিষয়ে কার শিষ্য ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–ফাসিহুল মুলক মির্জা দাগ দেহলবীর।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির তর্জমাকৃত কোরআন পাক সর্ব প্রথম কোথায় ছাপা হয় ?

☆ উত্তর ঃ বেরেলী শরীফে।

Sunnidunya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির যে পুস্তকে আপন সনদের বিস্তারিত বর্ণনা করেন সেই পুস্তকের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–আল ইজাজাতুল মাতঈনাতু লি উলামায়ে মাক্কি মাদানী।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন কিতাবে হযরত আমিরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–আল আহাদিসুন রবিইয়াতুল নাদহুল আমিরো মোয়াবিয়া।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কোন লিখা পুস্তক যাতে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াতের বিষয়ে ৪০টি হাদীস পেশ করেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–আসমাউল আরবাইন ফি শাফায়াতে সাইয়েদিল মুরসালীন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কে মাওলানা আবু স্বলেহ মহম্মদ ফাইজ আহমদ উত্তায়ায়সি কিভাবে আন্তরক শুভেচ্ছা পেশ করেন ?

☆ উত্তর ঃ–যদি ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাহ্যিক জীবিত থাকতেন তবে আমাদের ইমামের ইলমে জ্ঞান দেখে তার লেখনী সমূহকে আনন্দিত হয়ে চুমো দিতেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কবরে আজান দেওয়া জায়েজ সম্পর্কে যে কিতাব লিখেন তার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–ইজান লি আজরিন ফি আজানিল কবরি।।

❖ প্রশ্ন ঃ- বলুনতো ইলমে ফিকাহের উপর আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কতগুলি কিতাব লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–১৫০ (একশত পঞ্চাশ খানা)।

❖ প্রশ্ন ঃ- সফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে যে সেই দিনই হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরোগ্য লাভ করেন। এ সম্পর্কে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বক্তব্য কি ?

☆ উত্তর ঃ–আখেরী চাহার সুম্বা (বুধবার) হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরোগ্য লাভ করেছিলেন একথা ঠিক নয়। তিনি সেই দিন আরোগ্য লাভ করেন নি। একথা হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত। তবে সেই দিন হতে তাঁর আরোগ্য লাভ শুরু হয়েছিল।

Sunnidunya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- মুফতী সিরাজ আহমেদ ওহাবী মাসলাকের প্রচারক সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট যে মাসয়ালা জানার জন্য গিয়েছিলেন সে মাসয়ালাটি কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–জাবিল আরহামের ৪র্থ কিসিমের হুকুম।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর তাহকীক মোতাবিক নোট ঐ সোনা চাঁদির রশিদ যা হুকুমাতের নিকট রক্ষিত, সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত বক্তব্যকে কত ধরণের দলিল দিয়ে রদ করেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–২০ ধরণের।

❖ প্রশ্ন ঃ- হযরত রায়হান রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির বেস্বাল কবে হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–১৮ই রমজান রোজ শনিবার ১৪০৫ হিজরী।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর ফাতাওয়া যে নবীপাকের নাম শুনলে আঙ্গুলে চুমা দেওয়া না জায়েজ। এর উত্তরে সরকারে আলা হযরত কত রকম দলিল দিয়ে রদ করেন ?

☆ উত্তর ঃ–৩০ এরও অধিক।

❖ প্রশ্ন ঃ- কিছু মহিলা বুজর্গদের মাজারে জিয়ারতের জন্য যাওয়া সম্পর্কে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কি বলেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–মহিলাদের মাজারে উপস্থিত হওয়া গুনাহ।

❖ প্রশ্ন ঃ- কিছু লোক মাজারে তোয়াফ সম্মানের নিয়তে করে এ সম্পর্কে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কি ফাতাওয়া দিয়েছেন ?

☆ উত্তর ঃ–না জায়েজের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সবে মেরাজে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নালাইন পাক (জুতো মোবারক) পরে আরশে যাওয়া সম্পর্কে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কি বলেছেন ?

☆ এটি একবারে বাতিল এবং মনগড়া কথা।

❖ প্রশ্ন ঃ- কাগজের নোট সম্পর্কে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির মারকাতুল আরা কিতাবের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–"কুফলুল ফাকিহিল ফাকিমে ফি আহকামে ক্বির্ত্বাসিদ দারাহিমে" আরবীতে ১৩২৪ হিজরীতে মাত্র দেড় ঘণ্টায় লিখেছেন।

----------(((((((((২০))))))))----------

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত আহকামে শারিয়ার কত প্রকারের বর্ণনা করেন ?

☆ উত্তর ঃ–১১ প্রকার, সাধারণতঃ উসুলের কিতাবে ৭ প্রকারের বর্ণনা রয়েছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে ফাদ্বিলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি খোদা প্রদত্ব স্বলাহিয়াতের (জ্ঞান) ভিত্তিতে আহকামে শারিয়াহর যে চার প্রকার বর্ণনা করেছেন সেগুলো কী কী ?

☆ উত্তর ঃ–সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা, আসায়াত, খেলাফে আওলা এই চার প্রকার বাদে ৭ প্রকার ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরুহ তাহরীমী, মাকরুহ তানজীহী।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি তায়াম্মুম সম্পর্কে কতগুলি বিষয় নিজ ইজতেহাদ হতে বর্ণনা করেন ?

☆ উত্তর ঃ–১০৭ যদিও আম জাওয়জকে ১৩০ টি বস্তু দিয়ে প্রমাণ করেছেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফিকাহের মুনকীর (অস্বীকারকারী) কাফের এ বিষয়ে সরকারে আলা হযরত কোন কিতাব লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–আল মাকালুল বাহিরুআন্না মুনকারাল ফিকহে আলকাফিরু। উর্দ্দু ভাষায় ১৩১৯ হিজরীতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি পান ও বিড়ির আহকামের উপর যে মুহাক্কিকানা কিতাব লিখেন তার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–হুক্কাতুল মারজান লি মুহিম্মে হুকমিদ দুখান।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী মানি ওয়ার্ডর কে হারাম বলেছে তার জাওয়াজে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন কিতাব লিখেন?

☆ উত্তর ঃ–আল মানিওয়াদ দুবার লিমান আমিদা মানি ওয়ার্ডার।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফিকহার কিতাব রাদ্দুল মুখতার এর হাশিয়া (টীকা) কি নামে লিখেছেন ?

☆ উত্তর ঃ জাদ্দুল মুমতার নামে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হিফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়াহ কোন তিন ভাষায় লিখেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–আরবী, ফার্সী, ও উর্দ্দু এই তিন ভাষায় লিখেছেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আল্লামা ইকবাল হিন্দুস্থানে দুইজন বড় আলিমের কিতাব মনযোগ সহকারে পড়েছেন তার মধ্যে একটি হল মুজাদ্দীদে আলফি সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাকতুবাত শরীফ অপরটি কি আপনি বলুন?

Sunniduniya.in

☆ উত্তর ঃ–অপরটি ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়াহ।

❖ প্রশ্ন ঃ- বলুন আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি নাদওয়াতুল উলামার বিরুদ্ধাচারণ কেন করতেন ?

☆ উত্তর ঃ–এই প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের কাজের কারখানা হয়ে যাওয়ার কারণে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদ মহম্মদ মুহাদ্দীসে কাদুওয়াছাবীর সঙ্গে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কি সম্পর্ক ছিল ?

☆ উত্তর ঃ গুরু শিষ্যের সম্পর্ক।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির যে মারেহারা শরীফের পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন সেটা কোথায় অবস্থিত ?

☆ উত্তর ঃ–উত্তর প্রদেশের ইটা জেলায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- আপনি কি বলতে পারেন আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ত্বরীকতের সিলসিলার কততম ওয়াস্তায় গিয়ে হযরত আলিয়ে মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পর্যন্ত পৌঁছায় ?

☆ উত্তর ঃ–৩৬ তম ওয়াস্তায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরতের পীর সাহেবের বেস্বাল কবে হয় ?

☆ উত্তর ঃ–১২৯৭ হিজরীতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির আপন পীর ও মুর্শিদের উরস কবে পালন করতেন ?

☆ উত্তর ঃ–জিলহজ্ব মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ সময় কালে উলামাও মাশাউখ গণের মধ্যে কার সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখতেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা শাহ ফজলু রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদীর সঙ্গে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত কোন কোন তারিকায়ে সিলসিলার এজাজত হাসিল করেন ?

☆ উত্তর ঃ–১) ক্বাদেরিয়া বরকাতিয়া জাদিদাহ ২) ক্বাদেরিয়া বরকাতিয়া কাদিমাহ ৩) ক্বাদেরীয়া রাজ্জাকিয়া ৪) ক্বাদেরীয়া মুনওয়ারিয়া ৫) চিস্তিয়া নিজামিয়া কাদিমাহ ৬) সাহরওয়ার দিয়া ওয়াহিদিয়াহ ৭) সাহরওয়াদিয়া ফাদ্বিলিয়া ৯) নকশেবন্দিয়া আলাইয়া সিদ্দিকিয়া ১০) নকশেবন্দিয়া আলাইয়াহ আলুবিয়াহ ১১) বাদিঈয়াহ ১২) আলুবিয়াহ মুনাসিয়াহ ১৩) কাদেরিয়া আহলিয়া ইত্যাদি।

----------(((((((((২২))))))))----------

Sunnidunia.in

উপরের উল্লেখিত সিলসিলা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা "আল ইজাজাতুল মাতিনাহ" নামক কিতাবে রয়েছে। ইহা মাওলানা হামিদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি একত্রিত করে দিয়েছেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- উপরে উল্লেখিত সিলসিলাহ ছাড়া আরো যে চারখানা মুস্বা ফাহাতের সনদ পেয়েছিলেন সেগুলোর নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–১) মুস্বাফাহাতুজ জিন্নিয়াহ ২) মুস্বাফাহাতুল খিজরিয়া ৩) মুস্বাফাহাতুল মানামিয়াহ ৪) মুস্বাফাহাতুল মারিয়াহ।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি খানদানে বরকাতিয়ার ইরাদাতে কবে শামিল হন ?

☆ উত্তর ঃ–জামাদিউল আওয়াল ১২৯৪ হিজরীতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহির পীর ও মুর্শিদের নাম কী

☆ উত্তর ঃ–সাইয়েদুনা শাহ আলে রাসুল রহমাতুল্লাহি আলায়হি যিনি সায়েদুনা শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হির মুরীদ ও খলিফা ছিলেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি ইলমে জাফর সম্পর্কে যে কিতাব লিখেন তার নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–সাফারুস সাফার মিনাজ জাফারি বিল জাফার।

❖ প্রশ্ন ঃ- কোন আলিমে দ্বীন যিনি ইলমে শিক্ষা লাভ হাসিল করার জন্য রুশ হতে আসেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার বুখারী।

❖ প্রশ্ন ঃ- মানাত্বিকি হযরতের নিকট ইনসানের সংজ্ঞা হচ্ছে হাইওয়ানে নাত্বিক কিন্তু আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই সংজ্ঞার রদ করেছেন কেন ?

☆ উত্তর ঃ কেননা এই সংজ্ঞায় ফারিস্তারাও শামিল হচ্ছিল বলে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি পৃথিবী ঘুরছে এই মাসয়ালার উপর বাহাস করতে গিয়ে কোন বিখ্যাত ফিলোজফীর কিছু ভাবনার উপর খুব সুক্ষ্ম পাকড়াও করেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–সাইখ বু আলী সিনার।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাওজে মুবিন দার রদ্দে হরকাতে জমীন কিতাবে পৃথিবী ঘুরছে এর প্রতিবাদে কতগুলো দলিল পেশ করেন ?

Sunnidunia.in

☆ উত্তর ঃ–১০৫ খানা দলিল পেশ করেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- বলুনতো আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি শায়েরী বিষয়ে কার শিষ্য ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–তিনি কারো নিকট তালীম নেন নাই। নিজেই একজন শায়ের ছিলেন, শায়েরী রচনা করতেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহির কোন মিসরাহ যাতে তিনি শায়েরী বিষয়ে কারো শিষ্য হওয়া অস্বীকার করেন ?

☆ উত্তর ঃ–নজমে পুর নূরে রেজা লুসে তিলমিজ সে হ্যায় পাকা।

❖ প্রশ্ন ঃ- স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন শহীদ যার নাতিয়া শায়েরীতে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির হৃদয় খুবই স্পর্শকাতর হতো ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা কিফাইয়াত আলা কাফি সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাকে সুলতানে নাত বলতেন কিন্তু মাওলানা কাফি নিজে নিজেকে উজিরে আযম বলতেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ছোট ভাই মাওলানা হাসান রেজা বেরলবীর দিওয়ানে নাতের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–জাওকে নাত।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কাসিদায়ে সালামিয়ায় কতগুলো আশআর আছে ?

☆ উত্তর ঃ–১৭২ টি।

❖ প্রশ্ন ঃ-আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির লেখা কোন নাত শরীফ যা পাঠ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট মিলে না ?

☆ উত্তর ঃ সাইয়াদে কাওনাইন সুলত্বনে জাহা
জিল্লে ইয়াজদা শাহে দিঁ আরশে আ-স-তা।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ক্বাসিদায়ে নুরে কতগুলো আশআর আছে ?

☆ উত্তর ঃ–৫৮টি যার মধ্যে মাত্বলা ৪৭ টি।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ক্বাসিদায়ে মে'রাজিয়ায় কতগুলো আশআর আছে?

☆ উত্তর ঃ–৬৭টি। যা প্রায় আড়াই ঘন্টায় লিখেন্

Sunnidunyajain

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফিরক্বায়ে বাতিলার যে নজম এর রদ করেন তার নাম কি ?

✰ উত্তর ঃ–"আল ইসতিমদাদ আলা আজবালিল ইরতেদাদ।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি মাওলানা ফাজলে রসুল বাদাউন রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর শানে কোন কিতাব লিখেন ?

✰ উত্তর ঃ–হামাইদে ফাজলে রসুল এবং মাদাইহে ফাজলে রসুল ১৩০০ হিজরীতে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি জাগ্রত অবস্থায় নাবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের করার পর রওজা শরীফের সামনে বসে যে নাত পড়েছিলেন তার মাতলা শুনান ?

✰ উত্তর ঃ–ও সুয়ে লালা জার ফিরতে হ্যায় তেরে দিন আয়ে বাহার ফিরতে হ্যায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- এক ব্যক্তি আলা হযরত রহমাতুল্লাহি নিকট নবাব নানা পারে এর শানে কাসিদা লখার জন্য আরজ করলে তিনি অস্বীকার করেন। যার বর্ণনা তিনার শে'র এ পাওয়া যায় ?

✰ উত্তর ঃ–কারু মাদাহ আহলে দোওয়াল জো পড়ে ইস বালা মে মেরী বালা
মাই গাদাই আপনে কারীম মেরা দ্বীন পারায়ে নান নাহি।।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মুখতারে কুল হওয়ার উপর যে কিতাবে দলিল সমূহ জমা করেন সে কিতাবের নাম কি ?

✰ উত্তর ঃ–সালতানাতে মুস্তাফা ফি মালাকুতে কুল্লিলওরা। উর্দ্দু ১২৯৭ হিজরী।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহির কোন রিসালা যাতে ইসমাইল দেহলবীর কিছু ইবারতের কঠোর ভাবে দমন করেন ?

✰ উত্তর ঃ সুবহানুস সুবুহ আন আইবে কাজবে মাকরুহ।।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন রিসালা যাতে ইসমাইল দেহলবী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করেন ?

✰ উত্তর ঃ–কাওকাবাতুশ শাহাবিয়াহ ফি কুফারি ইয়াতে আবি ওহাবিয়াহ। উর্দূ ভাষায় ১৩১২ হিজরীতে।

Sunniduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির সর্ব প্রথম লিখা কিতাবের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–শারহে হিদায়াতুন নুহ। আরবী ১২৮০ হিজরী।

❖ প্রশ্ন ঃ- তারাবিতে ১১৪ বার বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ কারীদের খন্ডনে আলা হযরত কোন কিতাব লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–ইনতেস্বরীল হুদা আন শা'ওবুন হাওয়া।

❖ প্রশ্ন ঃ- কোন পবিত্র তিন জায়গা যেদিকে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন দিন পা করেন নি ?

☆ উত্তর ঃ–কাবা শরীফ, মদিনা শরীফ, বাগদাদ শরীফ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন মহিলা যার মৃত্যুর খবর একমাস পূর্বেই দিয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–রামপুর নবাবের স্ত্রীর।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিজ দরবারে মিলাদ মহফিলের কাদের দুইগুন হিসসা দিতেন (ডবল দিতেন) ?

☆ উত্তর ঃ–সাইয়েদদের।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির সময়কালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংখ্যা কত ?

☆ উত্তর ঃ–প্রায় ৬৮ জন।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কোন শিষ্য যার সম্পর্কে তিনি বলতেন যে সেই সময়ের উলামাদের মধ্যে ইলমে তাওক্বীত বিষয়ে একাই পারদর্শি ?

☆ উত্তর ঃ মাওলানা জাফরউদ্দিন বিহারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি র মর্যাদা মম্পন্ন শিষ্যের নাম বল যার আদব ও সম্মান তিনি বেশী করতেন ?

☆ উত্তর ঃ–সাইয়েদ মহম্মদ মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ কেছওয়াছুবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (সাইয়েদ হওয়ার জন্য) ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইলমে তাকসীর ও ইলমে জাফর এ কার শিষ্য ছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা আবুল হোসাইন আহমদ নুরী মারেহারবী রহমাতুল্লাহি আলায়হির।

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কোন খলিফা যিনি তার দরবারে তারই শানে এ মানকাবাত লিখে পেশ করেন যার জবাবে তিনি নিজ মূল্যবান জুব্বা তাকে পুরস্কার দেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা আব্দুল আলিম সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

তার মানকাবাত ঃ–

"তুমহারি শান যো কুছ কাহুঁ উস সে সিওয়া হো
কাসিমে জামে ইরফাঁ আয়ে মাহে আহমদ রেজা তুমহো
আলিম খাস্তাহ এক আদনা গাদা হ্যায় আসতানে কা
কারাম ফরমানে ওয়ালে হাল পর ইসকে শাহা তুম হো"

❖ প্রশ্ন ঃ- আলিগড় ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ জিয়াউদ্দিন কার সঙ্গে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির দরবারে আসেন ?

☆ উত্তর ঃ–হযরত মাওলানা সুলায়মান আশরাফ রহমাতুল্লাহি আলায়হির সঙ্গে। তিনি আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির খলিফা ছিলেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- খিলাফত আন্দোলন হিন্দুস্থানে কবে শুরু হয়েছিল ?

☆ উত্তর ঃ–১৩৩৯ হিজরী (ইংরেজী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে)।

❖ প্রশ্ন ঃ- মহাত্মা গান্ধির ইশারায় যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতে হিন্দু মুসলীম গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিল বলুন এই ভয়ানক ও সুশৃঙ্খল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য ইমাম আহমদ রেজা কোন কিতাব লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–আল মাহজাতুল মুতিমানাহ ফি আয়াতিল সুমতিহানাহ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আপনি কি বলতে পারেন আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আরবের কোন কোন উলামাদের নিকট হাদীসের সনদ হাসিল করেন ?

☆ উত্তর ঃ–১) শাইখ আহমদ ইবনে জাইন ও হালান মাক্কী
২) শাইখ আব্দুর রহমান সিরাজ মাক্কী
৩) শাইখ হোসাইন বিন স্বলেহ মাক্কী ।

❖ প্রশ্ন ঃ- জিবরাইল আমিন আলায়হিস সালাম নাবীপাকের (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) শানে নাত পড়েন "কুলায়তুল মাশারিকা ওয়া মাগারিবাহা মা রআয়তু শাইয়ান আহসানা মিনকা" এর অনুবাদ আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ভাষায় বর্ণনা করো ?

----------((((((((((২৭)))))))))----------

Sunnidunia.in

☆ উত্তর ঃ এহি বলে সিদরাওয়ালে চামানে জাঁহাকে থালে
সবহি ম্যানে ছান ডালে তেরে পায়ে কানা পাইয়া
তুঝে একনে এক বানাইয়া তুঝে হামদ হ্যায় খোদাইয়া"।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমামে আহমদ রেজা কুদ্দিসা সিররাহুর কোন বুজর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় একে অপরের কদমবুসি করতেন ?

☆ উত্তর ঃ–হযরত আশরাফি মিঞা রহমাতুল্লাহি আলায়হির সঙ্গে।

❖ প্রশ্ন ঃ- ১৮৭৮ হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জামায় অবস্থান কালে ইমাম শাফিয়াহ শাইখ হোসাইন ইবনে সলেহ জামালুল লাইল ফাজিলে বেরলবীর প্রতি আসক্ত হয়ে কি বলেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–"ইন্নি লা আজিদু নূরাল্লাহি মিন হাজাল জাবিন" অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ফাজিলে বেরলবীর পেশানীতে আল্লাহ তায়ালার নুর পাচ্ছি।

❖ প্রশ্ন ঃ- উলামায়ে হারামাইন এর মধ্যে শাইখ খলিলুল্লাহ ফাজিলে বেরলবী সম্পর্কে কি বলেন ?

☆ উত্তর ঃ–লাও ক্বিলা ফি হাক্কিহি ইন্নাহু মুজাদ্দিদু হাজাল কুরআন লাকানা হাক্কান ওয়া স্বিদক্বান।

❖ প্রশ্ন ঃ- শাইখ শামী আজহারী আহমদ দারবী ২য় মাদানী ফাজিলে বেরলবীর সুক্ষ্ম দূরদৃষ্টির প্রতি আসক্ত হয়ে কি বলেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–ইমামুল আয়িম্মাহ আল মুজাদ্দিদু লিহাজাল উম্মাহ।

❖ প্রশ্ন ঃ- ডঃ ইকবাল আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রতি কেমন আসক্ত হন ?

☆ উত্তর ঃ–হিন্দুস্থানে মুতা আখখিরীনদের মধ্যে ফাজিলে বেরলবীর মত ফাক্বিহ পাওয়া খুবই মুশকিল।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফাজিলে বেরলবীর গুনাগুনের তীব্রতার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে ডঃ ইকবাল কি বলেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–যদি এ বস্তু অর্থাৎ (শিদ্দাত) মধ্যে না হত তবে এসময়ের আবু হানিফা বলা হত।

❖ প্রশ্ন ঃ- উকুদুদ দারিইয়াহ ফি তানসীহিল ফাতাওয়াল হামি দিইয়াহ নামক কিতাব যা দুই খন্ডে বিভক্ত বলুন ইমামে আহলে সুন্নাত কত সময়ে এই কিতাব মুখস্থ করেন ?

☆ উত্তর ঃ–পিলিভিতে অবস্থান কলে মাত্র এক রাত্রীতে।

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- বলুন উপরে উল্লেখিত কিতাব আলা হযরত কার নিকট হতে নিয়েছিলেন?

☆ উত্তর ঃ হযরত মাওলানা ওয়াসি আহমদ মুহাদ্দীসে সুরতী রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফাজিলে বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আল আতাইয়ান নাবুবিয়াহ কিতাবে কতগুলি কিতাবের নাম লিখেছেন যে কিতাব গুলি হতে ফাতাওয়ার সনদ নিয়েছেন ?

☆ উত্তর ঃ–৯৯ খানা কাদিম বিজ জাত কি সাতাইশ, ওয়াজহে কায়েনাত কিনাত, খোলাফায়ে রাশেদীন বায়াজ আওলিয়ায়ে উম্মত ও ফোকাহে কেরামগণের মানাকিব তারতীব দেওয়া হয়েছে ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আশিকে রাসুল আল্লামা রেজা বেরলবীর ইলমের ফাসাহাত (বাকপটুত্ব) এবং জালালাত দেখে আরবের উলামার বড় জামায়াত কি বলে উঠলেন ?

☆ উত্তর ঃ–এ আযমী নয় বরং আরবী ব্যক্তি।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফাজিলে বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নসর অর্থাৎ গদ্যে কতখানা কিতাব লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–প্রায় এক হাজাররেও অধিক ।

❖ প্রশ্ন ঃ- ফাজিলে বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি গদ্য ও পদ্য বিষয়ের ছন্দ দর্শন মনে করে উস্তাদুশ শেরা দাগ দেহলবী নিজ অভিমত কিভাবে পেশ করেন ?

☆ উত্তর ঃ–মুলকে সুখান কি শাহী তুমকো রাজা মুসাল্লাম জিস সামত আগায়ে হো সিক্কে বাঠা দিয়ে হ্যায় ।

❖ প্রশ্ন ঃ- "ওহ কামালে হুসনে হুজুর হ্যায় কে গুমানে নাকসে জাহাঁ নাহি
এহি ফুল খার সে দুর হ্যায় এহি শামা হ্যায় কে ধোয়া নাহি"

উল্লেখিত দুটি পঙতি শুনে বর্তমান সময়ের বিখ্যাত শায়ের হাফিত জালানধারী নিজ অভিমত কোন শব্দে করেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–ইনি তো উস্তাদের উস্তাদ মনে হয়। এরই নাম হল শায়েরী ।

❖ প্রশ্ন ঃ- মুলক জাদা মানজুর আহমদ ফাজিলে বেরেলবীর শের এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কি লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ শের ও শায়েরী বিষয়ে ফাজিলে বেরেলবীর যে পারদর্শী ছিলেন তার ব্যাখ্যা হল হাদাইকে বখশিশ এ লিখিত নাত ও মানকাবাত যা আজও ঘরে ঘরে পড়া হয় ।

Sunniduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- হাকীম মহম্মদ সায়ীদ দেহলবী ফাজিলে বেরেলবীর তাকওয়া পরহেজগারী ও রুহানী তাসাউফ দেখে কি বলেন ?

☆ উত্তর ঃ জনাব মাওলানা শরীয়ত ও তরিকতের ভেদ জানতেন। এক দিকে তার ফাতাওয়া আরব ও আযমে দ্বীনি দুরদৃষ্টির ধাক বসিয়েছিল অপর দিকে তার নাতিয়া শায়েরীকে চিন্তভাবনার উর্দ্ধে পৌঁছে দিয়েছিল।

❖ প্রশ্ন ঃ- ডঃ ইসলাম সান দেহলবী ফাজিলে বেরলবীর নাতিয়া কালাম দেখে আশ্চর্য হয়ে কি বলেছিল ?

☆ উত্তর ঃ–হযরত ইমাম আহমদ রেজা নিজ নাতে লিল্লাহিয়াতের সুঘ্রান ভরে দিয়েছেন। এ লিল্লাহিয়াত তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুঘ্রাণ অনুভব করেন তার জলন্ত উদাহারণ আমরা তার শায়েরীতে দেখতে পাই।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রেজা খান কুদ্দিসা সিররাহু কি নরম ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন ?

☆ উত্তর ঃ–হ্যাঁ ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি ঐ ব্যক্তিদের জন্য কঠিন যারা কাওম ও মিল্লাতের দুশমন ছিল নচেৎ তিনি খুবই নরম মেজাজের ছিলেন এমনকি অন্যদেরও নরম আচরণের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির ওসিয়ত মোতাবিক তাঁকে গোসল কে কে দিয়েছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–সাদরুশ শারীয়াহ মাওলানা আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও জনাব আমির হাসান মুরাদাবাদী। প্রফেসর সুলায়মান আশরাফ মাওলানা আব্দুল আহাদ পিলিভীত মাওলানা মাহমুদ জান সাহায্য করেন। আর পানি ঢালেন মুহাম্মাদ রেজা খান।।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদুনা ফাজিলে বেরেলবীর সাজদার জায়গায় কে কর্পুর লাগান ?

☆ উত্তর ঃ–হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামীদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কাফন কে পরান ?

☆ উত্তর ঃ–আলা হযরতের হুকুম মোতাবিক স্বদরুশ শারীয়াহ আল্লামা হাকীম মহম্মদ আমজাদ আলী আলায়হির রহমা ।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির কুরআন পাকের সুন্দর তরজমা কানজুল ঈমান কখন লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

----------(((((((((৩০))))))))----------

Sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- খানকায়ে রিজবিয়াহ আলিয়া বেরেলী শরীফের কোন দিকে মাসজিদে রেজা অবস্থিত?

☆ উত্তর ঃ উত্তর দিকে।

❖ প্রশ্ন ঃ- বলুন সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে কবরে নামান কে ?

☆ উত্তর ঃ–নতুন আবিস্কৃত ভ্রান্ত মতবাদকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সাইয়েদ আজাহার আলী ।

(কারিয়া কারিয়া কো বা কো শহর বা শহর জু বাজু
তেরাহি জিকির হ্যায় রেজা কোচা বা কোচা সো বা সো)

❖ প্রশ্ন ঃ- ভারতবর্ষে গায়ের মুকাল্লিদ, ওহাবী মাজহাব ইংরেজ শাসন কালে কত সালে জন্ম নেয় ?

☆ উত্তর ঃ–১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

❖ প্রশ্ন ঃ- দেওবন্দের কোন কিতাবে লিখা আছে যে উম্মাত আমলে নবীগণের চেয়েও বেড়ে যায় ? (মায়াজাল্লাহ)

☆ উত্তর ঃ–তাহাজিরুন্নাস ।

❖ প্রশ্ন ঃ- "মহম্মদ ও আলি যার নাম সে কোন জিনিসের মালিক মুখতার নয়" কোন কিতাবে লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–তাকবিয়াতুল ঈমান ২৮ পৃষ্ঠা, দেওবন্দ প্রিন্ট ।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাহাবায়ে কেরামগণকে কাফির বললে সে সুন্নাত ওয়া জামায়াত হতে বহির্ভুত হবে না। এটি কোন মুফতীর ফাতাওয়া ?

☆ উত্তর ঃ–রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ।

❖ প্রশ্ন ঃ- বুর্জগানে দ্বীনেদের তারারুক খেলে অন্তর মৃত হয়ে যায় এটি কার ফাতাওয়া ?

☆ উত্তর ঃ মওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর ।

❖ প্রশ্ন ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের বড় ভাই হয় উক্তিটি কোন কিতাবে লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- আশরাফ আলী থানবীর কোন কিতাব যাতে লিখা আছে যে "আল্লাহ ও রাসুল যা চাইবেন তার পূরা হয়ে যাবে" বলা শিরক ?

☆ উত্তর ঃ বেহেস্তী জেওর ।

Sunidduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- মাহফিলে মিলাদ সালাম ও ক্বিয়াম কে হারাম বলা দলের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ দেওবন্দী, সুলহে কুল্লী ইত্যাদি।

❖ প্রশ্ন ঃ- দেওবন্দী ওহাবী, জামায়াতে ইসলামী আলাদা আলাদা দল না একটাই দল ?

☆ উত্তর ঃ–নাম আলাদা আলাদা কিন্তু জাতে একটাই।

❖ প্রশ্ন ঃ- "আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন" কথাটি কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ ?

☆ উত্তর ঃ–রিসালায়ে এক রোজে ১৫৪ পৃষ্ঠায় ইসমাইল দেহলবীর আয়াবুল শাদীদ এর হাওয়ালায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- নাবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের জ্ঞান শয়তান ও মালাকুল মাউতের জ্ঞানের চেয়ে কম একথা কোন জালিম লিখেছে ?

☆ উত্তর ঃ–মওলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও তার শিষ্য খলিল আহমদ আম্বেঠী বারাহীনে কাতিয়ার ৫৫ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- রাসুলে খোদা মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন এ বাতিল আক্বদাটি কোন কিতাবে লিখা আছে?

☆ উত্তর ঃ–তাকবিয়াতুল ঈমান ১৯ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- যখন নাজদের বরকতের জন্য নাবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট দরখাস্ত করেন তখন তিনি কি বলেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ–নাজদে ভূমিকম্প ও ফেতনার আবির্ভাব হবে এবং সেখানে শয়তানের শিং বের হবে ।

নোট ঃ নাজদ এর বর্তমান নাম রিয়াদ, সৌদি আরবের রাজধানী

❖ প্রশ্ন ঃ- মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব এর ঐ কিতাবের নাম বল যার অনুবাদ ইসমাইল দেহলবী করেছে ?

☆ উত্তর ঃ কিতাবুত তাওহীদ।

❖ প্রশ্ন ঃ-আশরাফ আলী থানবী কোন কিতাবে লিখেছে যে যেমন ইলমে গায়েব হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হিওয়া সাল্লাম জানতেন এরকম ইলমে গায়েব জানুয়ার, পাগোল বরং জায়েদ ও উমার ও জানত ? মায়াজাল্লাহ।

☆ উত্তর ঃ– হিফজুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠা

Sunniduniya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- মহরমে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদত বর্ণনা করা, সাবিল লাগা এবং শরবত পান করানো হারাম কোথায় লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়া ৩য় খন্ড ১১১ পৃষ্ঠায়

❖ প্রশ্ন ঃ- কাকের গোস্ত খেলে সওয়াব পাওয়া যায় কে লিখেছে ?

☆ উত্তর ঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়ার ২য় খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- দুই ঈদে মুসাহাফা ও মোয়ানাকা করাকে বেদয়াত কে বলেছে ?

☆ উত্তর ঃ–মওলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। ফাতাওয়ায়ে রাশিদিয়ার ২য় খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাসজিদে খাট বিছানো মুসাফির ও মুকিমের জন্য জায়েজ কোন কিতাবে লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়ার ৪র্থ খন্ড ৮৯ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- যদি আমার নিকট ১০ হাজার টাকা থাকত তবে সকলের বেতন করে দিতাম অতঃপর তারা নিজে নিজেই ওহাবী হয়ে যেত এমন কথা কোথায় লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–আল ইফাজাতুল ইয়ওমিয়া ২য় খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠায়।

❖ প্রশ্ন ঃ- তাবলিগী জামায়াতের ইজতেমা যেটা বিহারের বেতা নামক রিখ্যাত কসবায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল আপনি বলতে পারেন এর ব্যবস্থাপনা কে কাদের জন্য করেছিল ?

☆ উত্তর ঃ–জিন সিংহ, মহাসভা হিন্দুগণ মুসলমানদের জন্য পায়ামে মিল্লাত কানপুর ১৯৬৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ।

❖ প্রশ্ন ঃ- মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী নাজদের কোন গোত্রের ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–বানু হানফিয়াহ্ বদ কিসমত গোত্রের ছিল ।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা মহম্মদ আলী জওহর নাজদ ও নাজদিদের সম্পর্কে কি বলেছিলেন ?

☆ উত্তর ঃ নাজদ ও নাজদীদের ইহাই কর্ম যে, মুসলমান ও মুসলমানদের রক্তে হাত রঞ্জিত করা। (মাকালাতে মহম্মদ আলী) ।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর পা ধৌত করে সে পানি পান করা পরজগতের নাজাতের কারণ, কোন দেওবন্দী আলেম এটা বলেছে ?

☆ উত্তর ঃ মাওলবী আশেক আলী মিরাঠী। (তাজকিরাতুর রশীদ ১ম খন্ড ১১৩ পৃষ্ঠায়।

----------(((((((((৩৩))))))))----------

Sunnidunya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- যদি কোন ব্যক্তি কম বয়সের মেয়ের সঙ্গে সহবাস করে তবে গোসল ফরজ হবে না এই শর্তে যদি মনি বের না হয়। বেহেস্তী জেওরের কোন খন্ডে এই মাসয়ালা আছে ?

☆ উত্তর ঃ মাওলবী আশরাফ আলী বেহেস্তী জেওর পুস্তকের ২য় খন্ডে ১২ পৃষ্ঠায় লিখেছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামগণের মধ্যে কেবলমাত্র এতটাই পার্থক্য যে নবীগণকে উম্মাতের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, আর নাবীগণের সঙ্গে উম্মাতের এরকম সম্পর্ক যেমন ছোট ভাই ও বড় ভাইয়ের সঙ্গে, এই ঘৃণিত উক্তিটি কার ?

☆ উত্তর ঃ সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলীর বর্ণনা দেখুন সিরাতে মুস্তকিম, (লেখক-শাহ মহম্মদ, ইসমাইল পৃষ্ঠা ৩৭)।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইসমাইল দেহলবীর "তাকবিয়াতুল ঈমান" আশরাফ আলী থানবীর ফাতাওয়ায়ে ইমদাদীয়া, বেহেস্তী জেওর, হিফজুল ঈমান, এ রকম কিতাব সমূহকে চৌরঙ্গীতে রেখে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পরিস্কার ঘোষনা করা দরকার। ইহা কোন দেওবন্দী আলেমের উক্তি ?

☆ উত্তর ঃ–মৌলনা আমীর ওসমানী দেওবন্দীর উক্তি সংগৃহিত জালজালা ১৮৩-১৮৫ পর্যন্ত।

❖ প্রশ্ন ঃ- মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদীর ভ্রান্ত আকিদা ও ধারণা রাখত, সে একজন জালিম, বেদাতী, বিশ্বাসঘাতক, রক্তপাতকারী, ফাসিক ছিল, দেওবন্দীদের কোন কিতাবে লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–আশ শেহাবুস সাকীব ২২১ পৃষ্ঠা, (লেখক-মাওলানা সাইয়েদ আহমদ মাদানী (দেওবন্দী)।

❖ প্রশ্ন ঃ- আমার দেওয়ালের পেছনর ও জ্ঞান নেই এই তাওহীন সূচক বাক্য নাবীপাক সম্পর্কে কে বলেছে ?

☆ উত্তর ঃ–খলিল আহমদ আম্বেঠী দেওবন্দী। বারাহীনে কাতিয়া ৫১ পৃষ্ঠা।

❖ প্রশ্ন ঃ- জরুরীয়াতে দ্বীনের অস্বীকার কারী এবং আম্বিয়াগণের তাওহীন কারীকে কাফির না বলা কুফর ইহা কোথায় লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–আশাদদুল আযাব (লেখক-মাওলবী মুর্তুজা হোসাইন দারভাঙবী) (সম্পাদক-দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃষ্ঠা ৯-১০ পৃষ্ঠা)।

sunnidunia.in

❖ প্রশ্ন ঃ- যে ইহা বলবে যে রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ফযিলত উম্মাতের মধ্যে এতটাই যেমন বড় ভাইয়ের ফযিলত ছোট ভাইয়ের উপর এরকম উক্তিকারী ব্যক্তি ইসলাম হতে বহির্ভুত ইহা কোন কিতাবে আছে ?

☆ উত্তর ঃ–আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ ২৩ পৃষ্ঠা ।

❖ প্রশ্ন ঃ- কোন উরস কিংবা মাওলুদ শরীফে অংশ গ্রহণ করা সঠিক নয়, এ ফাতাওয়া কোন পথভ্রষ্ট ব্যক্তির ?

☆ উত্তর ঃ মাওলবী রাশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী
ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া ১৪৭ পৃষ্ঠা

❖ প্রশ্ন ঃ- একবার আশরাফ আলী থানবী নামাযীদের জুতো সামিয়ানার উপরে ফেলে দিয়েছিল তার এ কুকর্মের কথা কোন কিতাবে লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া প্রকাশ মাকতাবায়ে দামেস্ক দেওবন্দ। মালফুজ নং ৮৩৭ পৃষ্ঠা ৪৭৫।

❖ প্রশ্ন ঃ-আশরাফ আলী থানবী নিজ ভাইয়ের মাথার উপর প্রস্রাব করে দিয়েছিল তার এ কুকর্মের কথা কোন কিতাবে আছে ?

☆ উত্তর ঃ আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া প্রকাশক মাকতাবায়ে দামেস্ক দেওবন্দ ২য় খন্ড মালপুজ নং ৮৩৭ পৃষ্ঠা ৪৭৫ পৃষ্ঠা।

❖ প্রশ্ন ঃ- দেওবন্দ ও আহলে সুন্নাতের মধ্যে দ্বিমতের মূল কারণ কি ?

☆ উত্তর ঃ দেওবন্দী আলেমগণ আল্লাহ তায়ালা ও নাবীকারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কে প্রকাশ্য তাওহীন ও অবমাননা করা, (ফায়সালা কুন মুনাজারা ৬ পৃষ্ঠা) ।

❖ প্রশ্ন ঃ- যদি নাবী পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পরে কোন নাবী জন্ম গ্রহণ করে তবুও নাবীপাকের শেষ নাবী হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবে না। এই ঘৃণিত কথা কে লিখেছে ?

☆ উত্তর ঃ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী (তাহজিরুন্নাস পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায়) ।

❖ প্রশ্ন ঃ- আশরাফ আলী থানবীর একজন মুরিদ স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ" (নাইজুবিল্লাহ) ও "আল্লাহুম্মা সাল্লেয়ালা সাইয়েদেনা মাওলানা আশরাফ আলী" পড়ায় মুরিদকে আশরাফ আলী কি বলেছিল ?

----------(((((((((৩৫))))))))----------

sunniduniya.in

☆ উত্তর ঃ আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী মুরিদ এর কুফরী বাক্যের উত্তরে বলে যে তোমাকে সান্তনা দেওয়া হয়েছে যার নামে তুমি কলেমা ও দরুদ পড়েছো সে সুন্নাতের অনুসারী।

(রিসালায়ে আলইমদাদ ৩৫ পৃষ্ঠা, প্রিন্ট থানাভবন)

❖ প্রশ্ন ঃ- নামাজে জেনার খেয়াল অপেক্ষা বিবির সঙ্গে সহবাসের খেয়াল উত্তম এবং শাইখ এরকমই কোন বুজর্গের দিকে চাহে জনাব রেসালাতে মায়াব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম (নাবী) হোক না কেন তার স্মরণ করা নিজ বলদ, গাধার খেয়াল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (মায়াজাল্লাহ) এই ঘৃণিত উক্তিটি কার ?

☆ উত্তর ঃ দেওবন্দী ওহাবী মতবাদের জন্মদাতা ইসমাইল দেহলবী, সিরাতে মুস্তাকিম পুস্তকের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছে।

(প্রকাশনায় কুতুবখানা রাহিমিয়া দেওবন্দ)

❖ প্রশ্ন ঃ- তাকবিয়াতুল ঈমান এর বিখ্যাত এবারত "ঐ বাদশার শান হল যে" এক মুহূর্ত্তে এক "কুন" হুকুমে চাইলে "কোটিনাবী, ওলি, জ্বিন, ফেরেস্তা ও মহম্মদের মত সৃষ্টি করে দিবে" এর বিরুদ্ধে (রদে) কে কোন কিতাব লিখেন ?

☆ উত্তর ঃ–খাতিমুল হুকুমা মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "ইমতিনাউল নাজির" নামক কিতাব লেখেন।

❖ প্রশ্ন ঃ- নাবীগণের দরবারে গুস্তাখী করা কুফর। যদিও তার তাওহীন করার উদ্দেশ্য না থাকে ? কে লিখেছেন ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা মহম্মদ আনওয়ার কাশ্মিরী। (হাক্কুল মোবিন সাইয়েদ আহম্মদ কাজিমী পৃষ্ঠা ১৭)।

❖ প্রশ্ন ঃ- ১২৮৬ হিজরীতে যখন ইমাম আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী মুফতী হয়ে ইলম (জ্ঞান) ও ফজলের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন আশরাফ আলী থানবীর বয়স কত ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–মাত্র ৬ (ছয়) বছর বয়স ছিল।

❖ প্রশ্ন ঃ- মাসয়ালা- হাতে কোন অপবিত্র বস্তু লাগলে সেটাকে কে জিহ্বা দ্বারা চেটে নিলে পাক হয়ে যাবে কিন্তু চাটা নিষেধ বলুন এটা কোথায় লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–বেহেস্তী জেওর পুস্তকের ২য় খন্ড ১৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে।

নোট ঃ বোঝা যায় না যে, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এক তীরে দুটি শিকার কেন করেছে।

যেখানে চেটে নেওয়াতে নাপাক দূর হয়ে যাবে সেখানে চাটা নিষেধ কেন হবে ? মনে হয় এ নির্দেশ বিশেষ মুরিদ বা শিষ্যদের জন্য দেওয়া হয়েছে এরকম সময় হলে চেটে নিও। এমন ঘৃণিত মাজহাবের প্রতি অভিশাপ।

❖ প্রশ্ন ঃ- ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহ করা কোনভাবেই ওয়াজিব নয় বরং তাদের উপর কেউ যদি এক্রমণ করে তবে মুসলমানদের উপর ফরজ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাতে ইংরেজ সরকারের উপর কোন আঁচ না আসে। একথা কোন ব্যক্তি তার বক্তৃতায় বলেছিল?

☆ উত্তর ঃ–ইংরেজদের দালাল ইসমাইল দেহলবী (ভারতে ওহাবী দেওবন্দীদের জন্মদাতা) কোলকাতায় প্রকাশ্য ভাষায়এই বক্তব্য পেশ করে ইংরেজদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- জামায়াতে ইসলাম কি ধরণের দল এবং তার প্রতিষ্ঠাতা কে ?

☆ উত্তর ঃ–মাওলানা ইসমাইল দেহলবীর মান্যকারীগণের মধ্যে এক স্বাধীন মনোবৃত্তির দল যার প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার আবুল আলা মাওদুদী।

❖ প্রশ্ন ঃ- তাবলীগ জামায়াত দলটি কেমন দল ?

☆ উত্তর ঃ–দেওবন্দী নেতা মওলবী ইলিয়াস কান্দোলবী সোজা সরল মুসলমানকে ফাসানোর জন্য এবং ওহাবী করার জন্য এই জামায়াতটি তৈরী করে নাম রাখে তাবলিগী জামায়াত। এই জামায়াতের লোকেরা চানা ছাতুর পুঁটলি হাতে বগলে জায়নামাজ এবং হাতে তসবীহ নিয়ে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে মাসজিদে পৌঁছে মাসজিদকে মুসাফির খানার মত ব্যবহার করে আর নামাজ রোজার আড়ালে সোজা সরল মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করে। বর্তমানে এমন অবস্থা যে সৌদি সরকারের প্রদানকৃদ অর্থ দ্বারা গরীব মুসলমানদের সাহায্য করে খুব সহজেই ওহাবী করার ফাঁদ পেতেছে ।

❖ প্রশ্ন ঃ- ন্যাচারী মাজহাবের পরিচয় কি ?

☆ উত্তর ঃ–মুসলীম আলীগড় ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ স্বাধীন মনোবৃত্তির ব্যক্তি। সে ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি নতুন মাজহাব প্রচার করে যার নাম "থেট ইসলাম" এই মাজহাবের নাম ন্যাচারী মাজহাব।

❖ প্রশ্ন ঃ- মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কোথায় জন্মগ্রহণ করে ?

☆ উত্তর ঃ–পাঞ্জাব রাজ্যের কাদিয়ান নামক জায়গায়। সে কাদিয়ানী নামক দলের প্রতিষ্ঠা করে। তার মান্যকারীগণ কাফের ও মুরতাদ।

Sunnidunya.in

❖ প্রশ্ন ঃ- অষ্টদশ শতাব্দির মধ্যে মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদী সৌদি সরকারের নেতৃত্বে ইসলামিক রাষ্ট্রের বাদশাহদের এবং তার অনুসারীদের যে পত্র পাঠিয়ে ছিল তার বিষয় বস্তু কি ছিল ?

☆ উত্তর ঃ–আল্লাহ এক এবং মহম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল কিন্তু মহম্মদ এর প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী নয়। বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আজও সৌদি ওহাবীদের চরিত্র এই রকমই আছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- সাইয়েদা মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কবর শরীফকে সৌদি সরকার বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে নিজ রাসুলের শত্রুতার প্রমাণ দিয়েছে। সৌদি সরকার ইহুদীদের মত এই কাজ কবে করেছিল ?

☆ উত্তর ঃ–১৪১৯ হিজরী মোতাবিক জানুয়ারী ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।

❖ প্রশ্ন ঃ- টাইফয়েড আক্রান্ত মস্তিষ্কের জামায়াতে ইসলামীর নতুন লিডার মিঃ মওদুদী লিখেছে যে "কোরআন হাকীম নাজাতের জন্য নং বরং হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট" এই উক্তি কোন পুস্তকে লিখেছে ?

☆ উত্তর ঃ–তাফহীমাত-৩২১ পৃষ্ঠায় ইহা লিখেছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- আমার নিকটে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তাকলীদ (ইমাম মান্য করা) নাজায়েজ ও গুনাহ। ইহা কোন পুস্তকে লিখা আছে ?

☆ উত্তর ঃ–রাসালিয় ও মাসাইল পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় ইহা লেখা আছে।

❖ প্রশ্ন ঃ- মিঃ আবুল আলা মওদুদী কবে জন্ম গ্রহণ করে ও তার জামায়াতী ইসলামী দল কবে তৈরী করে ?

☆ উত্তর ঃ–মিঃ মওদুদী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বার মাসে জন্ম গ্রহণ করে। মওদুদী জামায়াত অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী এই নতুন দলটি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করে এবং সে ও তার মান্যকারীগণ পথভ্রষ্ট ইবনে তায়ীমিয়া খারেজীর অনুসারী।

❖ প্রশ্ন ঃ- মওলবী আশরাফ আলী থানবীর কিতাব হিফজুল ঈমান এর নাম আলা হযরত কি রেখেছিলেন?

☆ উত্তর ঃ–"জাবতুল ঈমান" কেননা এই কিতাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে নবীপাকের ইলমে গায়েবের বিরোধীতা ও অবমাননা করা।

❖ প্রশ্ন ঃ- সরকারে আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি যে পাঁচজন ব্যক্তির উপর তাদের কুফরী বাক্য লেখার কারণে কুফরের ফাতাওয়া প্রকাশ করেছিলেন তাদের নাম কি ?

☆ উত্তর ঃ–১) মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ২) মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ৩) মাওলানা কাসেম নানুতুবী ৪) মাওলানা খলিল আহমদ আম্বেঠী ৫) মওলবী আশরাফ আলী থানবী।

উক্ত মোল্লাদের কুফরী বাক্য সম্বলীত পুস্তকের নাম ১) তাহজিরুন্নাস ২) হিফজুল ঈমান ৩) বারাহীনে কাতিয়া ৪) ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়া ৫)ইজাজে আহমদী ৬) আল ইমদাদ।

❖ প্রশ্ন ঃ- ভারতে ওহাবী দেওবন্দীদের ও গায়ের মুকাল্লিদদের (লামাযহাবী) জন্মদাতার কবর কোথায় ?

☆ উত্তর ঃ– তার কবরই হয় নি।

পাঞ্জাবের সারহান্দী সুন্নী পাঠানরা তাকে হত্যা করে তার দেহকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ওহাবীরা বলে যে ইসমাইল দেহলবীর কবর পাঞ্জাবের বালাকোটে আছে। ইহা একেবারে ভুল কথা। ওহাবীরা তাকে শহীদ বলে প্রচার করে এটাও মিথ্যা কথা। কেননা তাকে শিখেরা হত্যা করে নি বরং সুন্নী পাঠান মুসলমানরা তাকে হত্যা করেছিল তার ওহাবী মতবাদ প্রচার করার ও সুন্নী মহিলাদের ধর্ষন করা জায়েজ ফাতওয়া দেওয়ার কারণে।

❖ প্রশ্ন ঃ- মিলাদ শরীফকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের সাথে তুলনা করেছেন কে এবং কোন কেতাবে ?

☆ উত্তর ঃ–মৌলবী খলিল আহম্মেদ আম্বেঠী তার বারাহিনে কাতীয়া নামক পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায়।

(তথ্যসুত্র-সুন্নী কুইজ, লেখক মাওলানা সিরাজুল কাদেরী বাহারায়চী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ–চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত ইসলামীক গবেষক জ্ঞানের ইনসাইক্লোপিডিয়া (বিশ্বকোষ) প্রায় চোদ্দশত পুস্তকের লেখক ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উল্লেখিত ব্যক্তিদের কুফরী আকীদাহ ও ভ্রান্ত মতবাদের ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা খন্ডন করে ইসলামকে পুনজিবিত করে সুন্নী মুসলমানদের রক্ষা করেছেন।তাঁর অবদান মুসলীম জাহানে চীরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

Sunnidunya.in

যে দরুদ জালসা ও মিলাদ শরীফে সমবেত ভাবে উচ্চস্বরে পাঠ করা হয় ইহা জায়েজ

-ঃ দরুদ শরীফ ঃ-

১) "আল্লাহুম্মা স্বল্লিআলা সাইয়েদিনা মাওলানা মহম্মদ ওয়া আলা আলে সাইয়েদিনা মাওলানা মহম্মদ, স্বল্লি আলা মুহাম্মাদিন স্বল্লি আলা মুহাম্মাদ"।
(স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

দরুদের অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি আমাদের সর্দার আমাদের মাওলা মহম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি শান্তি প্রেরণ করুন এবং আমাদের মাওলা মহম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারবর্গের উপর শান্তি প্রেরণ করুন। শান্তি প্রেরণ কর মহম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি । শান্তি প্রেরণ কর মহম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ।

এই দরুদের শেষে ছন্দ আকারে পাঠ করা হয় ইহা নবীপাকের প্রশংসাগীতি ।

২) হরদম জবাঁ সে নিকালো পাক নামে মহম্মদ ।
হরদম জবাঁ সে নিকালো শাফীয়ানা মহম্মদ ।

অর্থ ঃ সর্বদা মুখে উচ্চারণ কর পবিত্র নাম মহম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা মুখে উচ্চারণ কর আমাদের শাফায়াতকারী মহম্মদ (স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

ইহা দরুদ শরীফের সঙ্গে পাঠ করা জায়েজ, আজ পর্যন্ত ইহা ওহাবী, দেওবন্দীগণ নাজায়েজ প্রমাণ করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

Sunnionline.in

প্রচলিত সালাম

ইয়া নাবী সালাম আলায়কা
ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা
ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা
স্বলাওয়াতুল্লাহি আলায়কা

উক্ত সালামের মাঝে মাঝে আরবী, উর্দ্দু ও বাংলায় নাবীপাকের প্রশংসা গীতির ছন্দ পাঠ করা হয় যেমন ঃ–

ত্বলা আল বাদরু আলায়না
মিন সানিই ইয়াতিল ওয়াদায়ী
ওয়া জাবাশ শুকরু আলায়না
মা দায়া লিল্লাহিদায়ী।
ইয়া নাবী সালাম আলায়কা.....

আপকা তাশরীফ লানা
ওয়াক্ত ভি কিতনা সুহানা
জাগমাগা উঠা জামানা
হুয়ে গাতিথী তারানা।
ইয়া নাবী সালাম আলায়কা.....

তুমিযে নূরেরও রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমিনা এল দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবিই।
ইয়া নাবী সালাম আলায়কা.....

শরীয়তের আলোকে দাঁড়িয়ে আদব সহকারে এই সালাম পাঠ করাকেই ক্বিয়াম বলা হয়। ইহা দাঁড়িয়ে পাঠ করা জায়েজ, মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান।আজ পর্যন্ত ওহাবী, দেওবন্দী ও লা-মাজহাবীগণ দলিল দ্বারা কোন মুনাজারাতে বা কোন ষ্টেজে নাজায়েজ প্রমাণ করতে পারেনি এবং ক্বিয়ামতের সকাল পর্যন্ত নাজায়েজ প্রমাণ করতে পারবে না।

Sunnidunia.in

দরুদ ও সালাম

আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ
আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া নাবীয়াল্লাহ।
আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া হাবীবাল্লাহ
আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রহমাতাল্লিল আলামিন।
আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া শাফীয়াল মুজনাবীন
আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া সাইয়াদাল মুরসালিন।
আস্ব স্বলাতু ওয়াস সালামু আলায়কা
ইয়া নূরাম মিন নূরীল্লাহ ওয়া আলা আলিকা
ওয়া আসহাবীকা সাইয়েদি ইয়া রাসুলুল্লাহ।

উল্লেখিত সালাম ও দাঁড়িয়ে পাঠ করা জায়েজ এবং উক্ত সালামের কিছু অংশ উত্তর দিকে মুখ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর দাঁড়িয়ে পড়া জায়েজ এবং সওয়াবের কাজ। এই সালাম আজানের পর জামায়াতের পূর্বে পাঠ করা জায়েজ, মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান ইহাকেই স্বলাত দেওয়া বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মাগরীবের নামাজ ব্যাতিরেকে।

সুন্নী উলামাগণের ও সুন্নী জনগণের নিকট আবেদন এই যে প্রত্যেক মাসজিদে স্বলাত দেওয়া চালু করুন এবং ফজরের নামাজ ও জুময়ার নামাজের পর ক্বিয়াম চালু করুন। তবে আপনার মাসজিদ ওহাবী দেওবন্দী ও তাবলিগী এবং নামধারী আহলে হাদীস ঈমান ধ্বংস কারীদের হাত হতে সুরক্ষিত থাকবে। (ইনশাআল্লাহ)

Sunnidunia.in

বিশ্ববিখ্যাত সালাম

"সালামে রাজা"

মুস্তফা জানে রহমতপে লাখুঁ সালাম
শাময়ে বাজমে হিদায়াতপে লাখুঁ সালাম
শাহারে ইয়ারে ইরম তাজদারে হারাম
নওবাহারে শাফায়াত পে লাখুঁ সালাম
দূর ও নাজদিক কে ঐ শুননে ওয়ালে ওহকান
কানে লাগে কারামাত পে লাখুঁ সালাম
ওহ জবা জিসকো সব কুনকি কুনজিকাহে
উসকি নাফিজে হুকুমাত পে লাখুঁ সালাম
কাশ মাহশারমে জব উনকি আমাদ হো আওর
ভেজে সব উনকি শাওকাত পে লাখুঁ সালাম
মুজসে খিদমাতকে কুদসী কা হেঁ হাঁ রাজা
মুস্তাফা জানে রহামত পে লাখুঁ সালাম

উক্ত সালাম সুন্নী ইমাম ও মুক্তাদীগণ মুখস্ত করে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর পাঠ করুন।

Sunnidunia.in

বিখ্যাত দরুদ শরীফ

আল্লাহু রাব্বু মুহাম্মাদিন স্বল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লামা নাহনু ইবাদু মুহাম্মাদিন স্বল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লামা।

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের রব বা প্রতিপালক।

আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের গোলাম বা দাস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এখানে আবদুন শব্দের বহুবচন হল ইবাদ" এর অর্থ হল বান্দা ও গোলাম এই স্থলে গোলাম বা দাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উক্ত দরুদ শরীফ পাঠ করা কুফর বা শিরক নয়, এই দরুদ পড়া জায়েজ। ওহাবী, দেওবন্দীগণ এই দরুদের অর্থ না বুঝে বিরোধীতা করে ইহা তাদের চরম মুর্খামী ও নাবীপাকের শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ আসলে তারা নাবীপাকের শত্রু।

আল্লামা শাইখ শারফুদ্দিন সায়াদী সিরাজী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ৫৮৯ হিজরী মোতাবিক ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইন্তেকাল ৬৯১ হিজরী মোতাবিক ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক গুলিস্তার ভূমিকার ১৩ পৃষ্ঠায় বাইয়াতে বর্ণনা করেন।

"বালাগাল উলাবি কামালিহী, কাশাফাত দ্বোজা বিজামালিহী।
হাসুনাত জামিউ খিস্বালিহী স্বল্লু আলায়হি ওয়া আলিহী।

অনুবাদ ঃ তিনি নিজ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি নিজ জ্যোতি দ্বারা (প্রত্যেক দিক হতে) অন্ধকারাচ্ছন্নকে দূর করেছেন। তাঁর সমস্ত চরিত্র অতি উত্তম, তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দরুদ প্রেরণ কর।

ইহা পাঠ করা জায়েজ, ইহা নাবীপাকের প্রশংসা গীতি। ইহা পাঠে দেওবন্দী, ওহাবীদের এ্যালার্জি কেন হয় ? আসলে তারা প্রকাশ্য নবীপাকের শত্রু এবং নাবীপাকের প্রশংসা গীতির পরীপন্থি।

Sunnidunia.in

সুন্নী ম্যাসেজ

সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের অনুসারীদের নিকট আবেদন এই যে, বর্তমান সময়ে যে সমস্ত নতুন দল যেমন ওহাবী, দেওবন্তী, তাবলিগী জামায়াত, জামায়াতে ইসলামী, লা-মাজহাবী, আহলে হাদীস, কাদিয়ানী, রাফেজী ও শিয়া এরা সকলেই পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। এরা জাহান্নামীদল। এদের পেছনে নামাজ পড়া, তাদেরকে মাসজিদের ও ঈদগাহের ইমাম করা, মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা জালসাতে আমন্ত্রণ করা, উঠাবসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, সালাম করা, ছেলে মেয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া, জানাজার নামাজ পড়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, তাদের মাদ্রাসায় ওশর, ফেতরা, জাকাত ও বায়তুল মালের টাকা দান করা তাদের মাদ্রাসায় ছেলে মেয়েদের পড়ানো হারাম কঠিন হারাম।

তাদের প্রতারণা, ধোকা ও ষড়যন্ত্র হতে নিজে বাঁচুন এবং দেশ ও নিজের এলাকাকে বাঁচান। সুন্নী জামায়াতের আকিদার উপর অটলভাবে স্থির থাকুন।

Pdf By Saddam Hossain

Sunniduniya.in

حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلّم
جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے
ایک سفینہ چاہیئے اس بحر بیکراں کے لئے

وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے
جس سمت دیکھیئے وہ علاقہ رضا کا ہے

Sunniduniya.in

ফুরকানিয়া আলিমিয়া মাদ্রাসার দ্বীনি খিদমত

ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা পশ্চিম বঙ্গের মাটিতে একটি সুপরিচিত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই মাদ্রাসা ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হতে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ও সুযোগ্য উলামায়ে কেরামগণের তত্বাবধানে নিয়ম শৃঙ্খল, অনুশাসন বাজায় রেখে দায়িত্ব সহকারে শিক্ষা দান করে আসছেন। নশীপুর বালাগাছি গ্রামের জনসাধারণ এবং পার্শবর্তী অন্যান্য গ্রাম গুলির সহযোগিতায় ও উপযুক্ত পরিচালক মন্ডলীর পরিচালনায় বর্তমান সময়ে মাদ্রাসায় প্রায় ২০০ জন ছাত্র বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে। তাদের থাকা ও খাওয়ার একমাত্র সংস্থান হল মানুষের সহযোগিতা। অত্র মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দায়িত্ব পালন করছেন সৎ ও কর্মনিষ্ঠ মানুষ হিসাবে এলাকায় যার সুপরিচিতি তিনি পীরে তরিকত রাহবারে শরীয়ত শাহ সুফী হযরত মাওলানা আলহাজ্ব মহম্মদ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী সাহেব।

সহ শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠাকালে থেকেই দায়িত্ব পালনে রত আছেন বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় বক্তা হিসাবে স্বনামধন্য, মুনাজিরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ জোবায়ের হোসাইন রেজবী সাহেব। তৎসহ আরো আছেন নয় জন সুযোগ্য শিক্ষক যারা শিক্ষক শুধু হিসাবেই নয় সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। অত্র মাদ্রাসার বহু ছাত্র পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিভিন্ন মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন। বিভিন্ন মাসজিদে ইমামতি করছেন। বিভিন্ন বাতিল মাযহাবের ভ্রান্ত আক্বিদার মুকাবিলা করে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করছেন। মানুষের ঈমান ও আমলকে বর্মের ন্যায় রক্ষা করছেন।

Sunniduniya.in

অত্র মাদ্রাসায় অত্যন্ত গুরুত্ব ও নিষ্ঠা সহকারে অত্র এলাকার উৎসুক মহিলাদের ও বাচ্চাদের বিশুদ্ধ ভাবে পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে এলাকারাসী মা বোনেদের মধ্যে কোরআনের শিক্ষার সম্প্রসারণ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল হতেই জারী আছে ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশায়াল্লাহ।

এই মাদ্রাসা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার কেন্দ্র। ইমামে আহলে সুন্নাত, চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ ইমাম ইহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যিনি ভারতবর্ষের বুকে বাতিল আক্বীদা সমূহের খন্ডনকারী। নাবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের সঠিক অনুসারী ও পথপ্রদর্শনকারী হিসাবে পরিচিত। মাসলাকে আলা হযরতের অনুসরণের অর্থ হল নবীপাকের অনুসরণ। নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে সঠিক দিকনির্দেশক আলা হযরত। অত্র মাদ্রাসা তাই আলা হযরতের প্রদর্শনকারী পথেই নাবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসারী। মহান আল্লাহপাকের রহমতে তাই এই মাদ্রাসা বাংলা বুকে সুনাম অর্জন করে চলেছে। ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে ইনশায়াল্লাহ।

Pdf By Saddam Hossain

মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ

Sunniduniya.in

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- দেওবন্দী তাবলিগী পরিচয়
- ইসলামী আকায়েদ
- আমামে আযম
- সুন্নী হানাফী নামাজ শিক্ষা
- খোৎবার আজান
- কাদিয়ানীদের ধোঁকাবাজি
- শরীয়তের আলোকে জাশনে ঈদে মিলাদুন্নাবী
- সাওয়াদে আযমই মাসলাকে আলা হযরত
- নুরী হাদীসে রাসুল (সদ্য প্রকাশিত)

মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

পত্রিকা, আপনি পড়ুন ও বন্ধু বান্ধবকে পড়ান

আপনার বাড়িতে অবশ্যই সংগ্রহে রাখুন
ও নিয়মিত পাঠ করুন

কানজুল ঈমান

পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ

অনুবাদক-আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু